No. of Printed Pages : 15

एम.टी.टी.-003

00219

POST GRADUATE CERTIFICATE IN BANGALA HINDI TRANSLATION PROGRAMME (PGCBHT)

सत्रांत परीक्षा

जून, 2015

एम.टी.टी.-003 : बांग्ला-हिन्दी के विभिन्न भाषिक क्षेत्रों में अनुवाद

समय : 3 घण्टे *अधिकतम अंक : 100*

***नोट : सभी** प्रश्नों के उत्तर देने हैं।*

1. संचार माध्यमों में विज्ञापनों के महत्व और इनके अनुवाद की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। **20**

अथवा

हिन्दी और बांग्ला में अनुवाद करते समय आनेवाली कठिनाइयों की चर्चा करते हुए उनके समाधान के बारे में उदाहरण सहित बताइए।

2. निम्नलिखित बांग्ला शब्दों के हिन्दी पर्याय लिखिए : **5**

নিখোঁজ, পচা, দরপত্র, স্ফুলিংগ, অগত্যা, পুরসভা, ভালবাসা, নিথর, খাটো, গানাই।

3. निम्नलिखित हिन्दी शब्दों के बांग्ला पर्याय लिखिए : **5**

होश	धोखेबाज	केश	कटहल	फायदा
करीब	पड़ोसी	चीज	ज्वार	बोलचाल

4. निम्नलिखित शब्दों में से **किन्हीं पाँच** का बांग्ला में अर्थ बताइए और इनका हिन्दी और बांग्ला वाक्यों में अलग-अलग प्रयोग कीजिए। 20

प्रतिष्ठा	सौदा	मकसद	मुश्किल	हथेली
इमली	नहर	सफर	चलन	बल्कि

5. निम्नलिखित में से **किन्हीं चार** का हिन्दी में अनुवाद कीजिए : **10x4=40**

(a) ভূমধ্যসাগর পার হয়ে দীর্ঘদিন ধরে এক বাণিজ্যিক সম্পর্ক ইউরোপের সঙ্গে থেকেছে। কার্থেজ হল সেই বাণিজ্যিক যোগসূত্রের সবচেয়ে বড় বন্দর। প্রথম পত্তন স্পেনের সঙ্গে যোগাযোগের এক বিশ্রামস্থল হিসেবে-পরে ফুলেফেঁপে মহানগরীর রূপ নিল। স্পেনের সঙ্গে বাণিজ্য থেকে বড় হয়ে দাঁড়াল সাহারার ওপার থেকে আনা নানা জিনিসের বাণিজ্য। কার্থেজকে বলা হত-ভূমধ্যসাগরের রত্ন- ইউরোপ আর সাহারাপারের আফ্রিকার যোগসূত্র।

টিউনিস আর কার্থেজ পাশাপাশি। ওরা বলে কার্থাগো। এখন টিউনিসের উপনগরীর মতই। নীল লেগুনের ওপর দিয়ে সুতোর মত রেলপথ যেন জলে ভাসছে। অনেকটা রামেশ্বরম যাওয়ার পথের রেলসেতুর মত। দূর থেকে নীলের পটভূমিকায় সুন্দর সুন্দর ভিলা-বাগান। দেখে মনে হয় যেন স্বপ্ন পুরী। এখানে টিউনিসিয়ার ওপরতলার মানুষ থাকে,আর থাকে বিদেশী কূটনীতিবিদেরা-সেই অর্থে দিল্লির চাণক্যপুরী।

কিন্তু কার্থেজের একটা ইতিহাস আছে। দীর্ঘ তিন হাজার বছরের ইতিহাস। এককালে ভূমধ্যসাগরের সবচেয়ে বড় মহানগরী। এখনও আধুনিক উপশহরের একপাশে পুরনো শহরের খানিকটা ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। মন্দির, স্নানাগার, অ্যাম্পি থিয়েটার-কিছু কিছু রয়েছে, তবে যেটুকু আছে, তা থেকে বোঝা শক্ত অতীতে কি ছিল। অনেকখানি কল্পনা করে নিতে হয়। এখন লেগুনের পটভূমিকায় ধূসর ধ্বংসাবশেষের ছবি ট্যুরিস্টরা তোলে-যেমন আমরা তুললাম।

অথচ আমার কাছে টিউনিসিয়ার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ কার্থেজ। কার্থেজ দেখব এই ভেবে রাতে ঘুম হয়নি। দেখে তাই নিরাশ হয়েছি। তবু ওখানে দাঁড়িয়ে এই মহানগরীর দীর্ঘ ইতিহাস মনে আসে।

কার্থেজ ফিনিশীয়দের তৈরী। ফিনিশীয়রা কোথা থেকে এল? ধরে নেওয়া হয় ভূমধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চল, হয়ত লেবানন থেকে এসেছে। দুটো ব্যাপারে ঐ সময়, তিন হাজার বছর আগে, ওদের জুড়ি সমস্ত পৃথিবীতে ছিল না। এক, ওরা সমুদ্রটা বুঝত, সমুদ্র ভালবাসত। ওরা জানত জলের নিয়ম, তৈরী করত সেই মেনে নানা ধরনের নৌকো আর জাহাজ। সেই জাহাজে পাড়ি দিত-ঢেউয়ের পর ঢেউ ভেঙে এক দেশ থেকে আর এক দেশে। দুই, ওরা ছিল সওদাগর-ব্যবসাটা বুঝত। ভূমধ্যসাগরের চারপাশের সমস্ত দেশেই ওরা ছড়িয়ে পড়ল। পশ্চিমের স্পেন থেকে পূর্বের লেবানন পর্যন্ত এমন দেশ থাকল না, যেখানে ওরা গেল না বা বাণিজ্য করল না।

এবং বাণিজ্য করতে গিয়ে শহর বানাল। যা শুরু হল বাণিজ্যপথে বিশ্রামের জাহাজঘাটা হিসেবে, পরে সেটাই হয়ে দাঁড়াল বন্দর এবং শহর। এইভাবে সমস্ত ভূমধ্যসাগর জুড়ে অসংখ্য শহর ওরা পত্তন করল।

(b) অনিতা নেহাতই সাদাসিধে, ভালোমানুষ গোছের মেয়ে। একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিভাগে কাজ করে। মোটা মাইনে, তবে কাজের চাপটা বেশ বেশি। হামেশাই ওর অফিস থেকে বেরুতে সাড়ে সাতটা-আটটা হয়ে যায়। তাই নিয়ে ওর কোনো আপশোস নেই। অফিস থেকে সোজা ওর ফ্ল্যাটে চলে আসে। একটু রেস্ট নিয়ে চান করে নেয়। তারপর কিচেনে গিয়ে চা আর একটু কিছু স্ন্যাক্স বানিয়ে শোবার ঘরে এসে টিভি চালিয়ে দিয়ে ওর ফেবারিট ইজিচেয়ারে বসে। সাইড টেবল থেকে একটা বই তুলে নেয়। চা খেতে খেতে কখনও টিভির পর্দায়, কখনও বইটার পাতায় চোখ বোলায়। কোনোটাই যে ঠিকমতো হয় না অনিতা তা বিলক্ষণ জানে।

অনিতার এই রুটিনের সাধারণত নড়চড় হয় না। কিন্তু সেদিন হল। ফ্ল্যাটে ঢুকেই অনিতা অবাক। অন্যদিন করবীর টিকি দেখা যায় না। কিন্তু আজ সে সেজেগুজে বসে আছে। অনিতা জিগ্যেস করল, একী রে, তুই আজ এখনও অভিসারে বেরুসনি?

তোকে আজ একটা সারপ্রাইজ দেব বলে বসে আছি।

কী রে? অনিতা কিছুটা অবাক হয়ে জিগ্যেস করে।

আজ তোর সঙ্গে একজনের আলাপ করিয়ে দেব।

কার সঙ্গে?

আমার এক বন্ধু।

তোর তো হাজারজন বন্ধু। কোনোদিন তো কারও সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিসনি। আজ হঠাৎ কী হল?

নে নে, বেশি দেরি করিস নে। আটটা নাগাদ বেরুব। রাত্তিরে একেবারে বাইরে খেয়ে আসব। ওর ঘাড় ভাঙব।

তা কোথায় যেতে হবে?

ও যেখানে নিয়ে যাবে।

কে?

বললাম না সবটাই সারপ্রাইজ।

করবীর খুশি খুশি মুখ দেখে অনিতা আর কিছু জিগ্যেস করল না। ও গিয়ে বাথরুমে ঢুকল।

আধঘন্টা পরে ওরা যখন বাইরে গিয়ে দাঁড়াল তখন ঘড়ির কাঁটা সাড়ে আটটার ঘর সবে ছুঁয়েছে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে একটা গাড়ি এসে ওদের পাশে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে যে ছেলেটি নেমে এল সে যেমন স্মার্ট তেমনি সুন্দর দেখতে। করবীর দিকে তাকিয়ে সে বলল, আমি নিশ্চয়ই দেরি করিনি?

না, না, তুমি একদম ঠিক সময়ে এসেছ। এই যে অনিতা। আমরা একসঙ্গে থাকি। এর কথাই তোমায় বলেছিলাম।

গ্ল্যাড টু মিট ইউ। হাত বাড়িয়ে দিল ছেলেটি।

অনিতা একটু লাজুক প্রকৃতির। সে হেসে হাত জোড় করে নমস্কার করল, কিন্তু ছেলেটার দিক থেকে চোখ সরাতে পারল না। ছেলেটাও তাকিয়ে আছে। দুজনের মনের মধ্যে অদ্ভুত একটা ভালো লাগার স্রোত বইছে। অনিতার মনের মধ্যে একটা অজানা অনুভূতির ঢেউ।

ওরা হয়তো দুজন দুজনের দিকে আরও অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকত যদি না করবী বলে উঠত, কী হল রে তোদের, দুজন দুজনের দিকে তাকিয়েই থাকবি নাকি-যেতে হবে না?

(c) বাস ছুটল কাঠমান্ডুর পথে। সাঁঝ নামল একটু বাদেই। কাঠমান্ডুর হোটেলের ঘরে চা-পান শেষে খানিক বিশ্রামের পরে ইচ্ছা হল 'ক্যাসিনো' ঘুরে দেখার। রণদেব জানিয়ে দিল, এখানে হোটেল অন্নপূর্ণার 'ক্যাসিনো আন্না'য় যেতে পারেন। ওটা কাছে হবে। এছাড়া ক্যাসিনো নেপাল, ইয়াক অ্যান্ড ইয়েতি আর এভারেস্ট হোটেলেও ক্যাসিনো আছে। তবে মনে রাখবেন, 'ক্যাসিনো' মানে 'ক্যাশ-নো'। অল্প খেলুন, কিন্তু বেশি কিছুতেই নয়। আর, বেশী রাত করবেন না। রাত দশটার মধ্যে হোটেলে ঢুকবেন।

ক্যাসিনো আন্নাতেই গেলাম। খেলেও ছিলাম। জিতলেও ওখানেই ঢেলে আসতে হল। রুলে, ব্ল্যাক-জ্যাক,ব্যাকারাট, রাম্‌মি হরেকরকম ব্যবস্থা। ভিডিও গেম্‌সের মতো জুয়াও আছে ওখানে।

পরদিন সকালে শহরের আশেপাশে ঘুরে নেওয়া গেল। প্রথমেই পশুপতিনাথ মন্দির। মন্দিরের গর্ভগৃহে বিরাজমান জ্যোতির্লিঙ্গ। স্বয়ম্ভু শিব। মন্দিরের দরজা সম্পূর্ণ রুপোর। অসাধারণ কারুকার্য করা তাতে। মন্দিরের চূড়া নাকি সোনা দিয়ে মোড়ানো।

মূল মন্দিরের সামনে পিতলের তৈরী বিশাল এক বসে থাকা ষাঁড়। মানে নন্দীমূর্তি। লোকগাথা বলে ঐ পিতলের ষাঁড়ের পেটের ভিতরটা নাকি প্রচুর সোনার গয়না, মুদ্রা ও অলংকারে ঠাসা। বিদেশি শত্রুদের হাত থেকে ধনসম্পত্তি রক্ষা করতে নেপাল রাজপরিবার নাকি ওখানে সব ঢুকিয়ে রেখেছেন।

এবারে চললাম কাঠমান্ডুর 'বৌদ্ধনাথ স্তূপ' দেখতে। ওখানে নাকি ভগবান বুদ্ধের অস্থি সংরক্ষিত আছে। স্তূপটাও দেখার মতো। চূড়ায় ভগবান বুদ্ধের চার জোড়া ডাগর-ডাগর চোখ আঁকা। রণদেব বলল,

ভগবান বুদ্ধ নাকি চোখ মেলে সারাক্ষণ নেপালকে দেখছেন।

এই স্তূপে মৃণালের মতো জেগে থাকে নিভৃতি। তাই এখানে অনেক ঋষিপ্রতিম বুদ্ধিস্ট নিবিষ্ট মনে ধ্যান করেন। দেখে শরীর-মন জুড়িয়ে যায়। স্তূপের চারপাশে বসানো মণিচক্র ঘুরিয়ে জপ করতে করতে স্তূপ প্রদক্ষিণ করেন বৌদ্ধরা। সাধারণ মানুষরাও করেন।

এবারে চললাম শিবপুরী পাহাড়ের কোলে পবিত্র সরোবরে শায়িত বিষ্ণুমূর্তি দেখতে। এগারো ফণাযুক্ত শেষনাগের কুন্ডলীপাকানো দেহের ওপর অনন্তশয্যায় শায়িত ভগবান বিষ্ণুর মূর্তি।

গোটা কাঠমান্ডুতে অনেকই মন্দির আছে। সব দু'একদিনে দেখে ওঠা হয় না। তবে কাঠমান্ডুর রাজবাড়ি, হকার্স কর্নার (শ্রী পাঁচ পুলিশ চৌকির সামনেরটা) আর কাঠমান্ডুর দোকানপাট এগুলি মিস্ করবেন না। তবে সাবধান,বিদেশি মোবাইল হ্যান্ডসেট, ইলেকট্রনিক্স খেলনা বেশির ভাগই নকল। বুঝে শুনে কিনবেন।সোয়েটার, জ্যাকেট, কম্বল প্রায় সবই ভারতবর্ষে তৈরি।

স্বয়ম্ভুনাথ স্তূপটা দেখে ফেরার পথে মিউজিয়াম আছে দেখলাম দুটো। 'ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম' দেখার পর অন্যটা দেখা হল না। 'বুদ্ধ আমিদেবা' পার্কটাও ঘোরার সময় হয়নি।

দরবার স্কোয়ার আর হনুমান ঢোকা দেখে সত্যিই শিহরন জাগে। প্রাচীনকালে রাজা-মহারাজরা বিলাসবহুল জীবনযাপন করতেন, বেশ বোঝা যায়। সাধারণ মানুষরাও আমোদ-উৎসবে মেতে থাকতেন, তাও টের পাওয়া যায়।

কাঠমান্ডুতে এলে ইতিহাস যেন সত্যিই ফিসফিস করে কথা বলে পর্যটকদের সঙ্গে। আপনিও একবার ঘুরে আসুন নেপালে। দেখবেন আপনার সমস্ত কল্পনা নতজানু হয়ে গেছে নেপাল এসে।

(d) উপকরণ : 1 কেজি বাসমতী চাল, 250 গ্রাম ফুলকপি, হাফ কাপ ছাড়ানো মটরশুঁটি, 15টি কাগজি বাদাম, 20টি কাজুবাদাম, 2 টেবিল চামচ কিশমিশ, হাফ কাপ ছোট টুকরো করে কাটা পনির, সাদা তেল প্রয়োজনমতো, 3 টেবিল চামচ ঘি, 1টি স্লাইস করা বড় পেঁয়াজ, 10টি গোলমরিচ, 2টি তেজপাতা, 2.5 সেমি দালচিনি, 3টি ছোট এলাচ, হাফ চা চামচ হলুদ, রুচিমতো নুন, 2 টেবিল চামচ চিনি।

প্রণালী: চাল ধুয়ে শুকিয়ে নিন। ফুলকপি ছোট করে কাটতে হবে। কাগজি বাদাম একরাত জলে ভিজিয়ে খোসা ছাড়িয়ে রাখুন। কাজুবাদাম ও কিশমিশ তেলে ভেজে তুলুন। পনিরও হালকা ভেজে রাখুন।

ডেকচিতে 2 টেবিল চামচ তেল ও ঘি গরম করে থেঁতো করা গরম মশলা ফোড়ন দিন। ফোড়নের ভাজা গন্ধ বেরোলে পেঁয়াজ ছাড়ুন। পেঁয়াজ হাল্কা সোনালি হলে কপি ও মটরশুঁটি দিয়ে নেড়ে ঢাকুন 3 - 4 মিনিট। চাল দিয়ে ভাজুন আরও 3 - 4 মিনিট। চাল স্বচ্ছমতো হলে 2 লিটার গরম জল বা স্টক, হলুদ, নুন ও চিনি দিয়ে ঢাকুন। ফুটলে আঁচ কমিয়ে দিন। জল শুকিয়ে ওপরে ফুটো ফুটো দেখা দিলে পনির, বাদাম, কাজু, কিশমিশ দিয়ে হালকা হাতে মিশিয়ে দিন। দমে বসান।

ভাত ঝরঝরে হলে নামিয়ে চারধারে নানারকম ফলের টুকরো দিয়ে সাজালে দেখাবে ভালো; খেতেও।

(e) সন্ধ্যা এল। চারপাশে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। হেডলাইটের আলোয় যতটা দেখা যায়। মাঝে-মধ্যে অন্ধকারে ফস করে যেন জোড়া জোড়া আগুন জ্বলে উঠছে। কোনো-না-কোনো জন্তুর চোখ, আলোয় জ্বলে। এডওয়ার্ড অক্লেশে বলল, এটা জিব্রা, বা ওয়াইল্ড বিস্‌ট, ওটা হয়তো হায়েনা। বুঝলে কী করে? পিছনের সিট থেকে আরতির অবাক প্রশ্ন। এডওয়ার্ডের কৃষ্ণসুন্দর মুখে মধুর বিজ্ঞ হাসি। যদি একসঙ্গে অনেকগুলো চোখ জ্বলে ধরে নিতে হবে সেগুলো সংঘবদ্ধভাবে চলবার জীব-যেমন জিব্রা। উচ্চতাটা ধরবার মতো। একটা দুটো হলে শিকারী কোনো জীব হওয়াটাই স্বাভাবিক। হায়েনা, চিতা, সিংহ। ব্যতিক্রমও আছে, যেমন ওয়াইল্ড ডগ- ওরা এক সঙ্গে দল বেঁধে প্রচুর সংখ্যায় থাকে। যে প্রাণীই হোক, গাড়ি যেন আচমকা না খারাপ হয় । কোনো গন্ডগোল হলে গাড়ি থেকে নামা যাবে না। সেই শুনেও এডওয়ার্ডের মুখে চাপা বিজ্ঞের হাসি । ওরা বন্য হতে পারে, কিন্তু ওদের সমাজেও নানা নিয়মকানুন আছে। পারতপক্ষে মানুষকে কেউ ঘাঁটায় না- দেখলে দূরে সরে যায়। গাড়ি থাকলে তো কথাই নেই। ওরা মনে করে গাড়িটা একটা বড়ো দ্রুতগামী জন্তু ।

লজের গেটে যখন পৌঁছলাম তখন রাত আটটা হবে। আগেই ব্যবস্থা করা ছিল। রেঞ্জার এবং একজন পিয়ন আমাদের থাকবার জায়গায় নিয়ে গেল। অনেকগুলো কুঁড়ে ঘরের মধ্যে একটা। গোল মতো, উপরে পাতার ও ঘাসের ছাউনি- যেমন আফ্রিকার যে-কোনো গ্রামেই চোখে পড়বে। কিন্তু ভেতরটা পুরোপুরি আধুনিক। মডার্ন টয়লেট, শাওয়ার ও বাথ।

সুন্দর গোছানো বিছানা। কেনিয়ার বিদেশি মুদ্রা আয়ের এক বড়ো সূত্রই ট্যুরিস্টরা। ওরা তাই ব্যবস্থাপনার কোনো ত্রুটি রাখে নি।

নতুন চাদর বালিশের কভার আনতে পিয়ন বেরিয়ে গেল। ষোল সতেরো বছরের ছেলে। যখন ফিরল তখন কনুইয়ে রক্ত। আতঙ্কিত হয়ে আমরা দুজনই জিজ্ঞেস করলাম : কি হয়েছে? ছেলেটি মাথা নেড়ে বললে : কিছু না। ওই আসতে গিয়ে হঠাৎ একটা বড়ো হাতির সামনে পড়ে গিয়েছিলাম। সরতে গিয়ে ঝোপে আটকে পড়ে গেলাম বলে হাতটা কাটল। বলেই একটা ন্যাকড়া দিয়ে রক্ত মুছে চাদর লাগাতে শুরু করল।

নানা জন্তুর নানা আওয়াজ শুনতে শুনতে ঘুমুলাম। ভোর রাত্রে এক অদ্ভুত শব্দে ঘুম ভাঙল। জব, জব, জব, জব। যেন কোনো মেশিন চলছে অক্লান্তভাবে। কিন্তু এই বন্য আফ্রিকার গভীরে কে যন্ত্র আনবে? অথচ শব্দটা খুব কাছের, দরজার ঠিক বাইরেই বলা চলে। কি হতে পারে?

পদ্ম সাইকেল থেকে নামতে নামতে বললে, 'নেমে পড়ো। এই জায়গাটা একটু উপভোগ করি। মানুষ এখানে আসতে ভয় পায়। এই মাটির দেশে এত পাথর কোথা থেকে এল?

আমরা পাশাপাশি দুটো পাথরে বসলুম। জায়গায় জায়গায় ঘাস গজিয়েছে। ছোট ছোট নাকছাবি ফুল। হালকা নীল। ছোট ছোট ঘোড়া ফড়িং ছিট ছিট করে লাফাচ্ছে। আকাশটা যেন কত উঁচুতে। পদ্ম বললে, 'রামচন্দ্র যখন সেতুবন্ধন করছিলেন সেই সময় হনুমান আকাশপথে বিভিন্ন দিক থেকে পাথর আনছিলেন। এই খানে কিছু পাথর আকাশ থেকে পড়ে গিয়েছিল।'

'সেই ত্রেতাযুগ থেকে পড়ে আছে?'

'মানুষের বিশ্বাস।'

'তুলে নিয়ে যায় না কেন?'

'সে চেষ্টা কি আর হয়নি! তোলা অসম্ভব। এদের শেকড় অনেক দূর পর্যন্ত নেমে গেছে। সব ক'টাই এক একটা ছোটখাটো পাহাড়। কেমন লাগছে?'

'মনে কেমন কেমন সব চিন্তা আসছে।'

'আমাকে' ভালোবাসতে ইচ্ছে করছে?'

'করছে।'

'একালের না সেকালের?'

'দ্বাপরের।'

'তুমি একেবারে অন্যরকম।'

'যাঃ, সব জন্তুই একরকম।'

'মেয়েরা বুঝতে পারে।'

'ভুলও করে।'

'তুমি গাছে উঠতে পারো?'

'পারি।'

'সাঁতার?'

'জানি।'

'ছবি আঁকা?'

'মোটামুটি। গুরুর কাছে শিখেছি।'

'গান?'

'শিখেছি ; তবে চর্চা নেই।'

'মারামারি।'

'একেবারেই আনাড়ি।'

'ব্যায়াম ?'

'আসন।'

'রান্না?'

'খুব ভালো। লোকে বলে।'

'মিথ্যে কথা?'

'অভ্যাস নেই।'

'কোনো মেয়ে আগে ভালোবেসেছে?'

'না।'

'কেন?'

'সুযোগ দিইনি।'

'ভয়?'

'বলতে পারো।'

'ভয়ের কারণ?'

'টেকসই নয়।'

'আর একটু পরিষ্কার।'

'বাহারি ফিনফিনে কাচের গেলাস। পড়ে গেলেই চুরমার। আর পড়বেই।'

'কেউ নেই কেন?'

'মৃত্যু।'

'কি নিয়ে বেঁচে আছ?'

'স্মৃতি নিয়ে।'

'এখানে থাকবে?'

'যদি নিজেকে উপযুক্ত প্রমাণ করতে পারি।'

'কার কাছে?'

'তোমার কাছে।'

'আমি কে?'

'তুমিই সব। তুমিই প্রাণ।'

'একজন ভোগাচ্ছে।'

'পবিত্রানন্দ ?'

'কি করে বুঝলে?'

'বুঝতে পারি।'

'তোমাকে পাশে চাই।'

'আরো কয়েকদিন দেখো।'
'আমি একটা মেয়ে।'
'আমিও একটা ছেলে।'
'তাহলে চলো।'

6. निम्नलिखित में से **किसी एक** का बांग्ला में अनुवाद कीजिए : 10

(a) अधिकतर लोग गाँवों में रहते हैं, लगभग 70 प्रतिशत। उनकी-जीवन शैली भारत की आर्थिक स्थिति की विशेषताओं को प्रकट करती है। भारतीय अर्थनीति प्राय: पूर्णतया ग्रामीण रही है। अधिकतर गाँव आत्मनिर्भर इकाई थे और बाहरी दुनिया से कटे हुए थे। गाँव के लोगों की भौतिक आवश्यकताएँ स्थानीय स्तर पर ही पूरी हो जाती थीं। केवल नमक अथवा आभूषण जैसे विलास की कुछ वस्तुएँ बाहर से लाई जाती थीं। तदुपरांत सभी प्रकार के शिल्पकार गाँवों में रहते थे और वे भोजन के अतिरिक्त जनसामान्य की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। पर्याप्त संचार साधनों के अभाव के कारण भी गाँव बाह्य संपर्क से अप्रभावित रहे। ग्रामीण जीवन की एक बहुत महत्त्वपूर्ण विशेषता यह थी कि अधिकतर शिल्पी गाँव के सेवक थे। शिल्पियों को गाँवों से लगानमुक्त अथवा कम लगान की दरों वाली ज़मीन मिलती थी। शिल्पी कई प्रकार की सेवाएँ प्रदान करते थे जिसके लिए उन्हें ज़मीन से उत्पन्न वस्तुओं का कुछ भाग मिलता था जिसका उत्पादन अन्य ग्रामवासी करते थे। बाहरी दुनिया पर निर्भरता न होने के कारण गाँवों में किसी भी बाहरी आक्रमण का मुकाबला कर पाने की पर्याप्त क्षमता थी। ग्रामीण जीवन का एक अन्य महत्त्वपूर्ण पहलू पूर्णतया सरल श्रम विभाजन था। प्रत्येक ग्रामवासी किसी वस्तु के उत्पादन से संबंधित सभी कार्यों को स्वयं करता था।

(b) 'स्टेट्यू ऑफ लिबर्टी ' अर्थात स्वतंत्रता की देवी की प्रतिमा संसार की विशालतम प्रतिमाओं में से है। लगभग 98 वर्ष पूर्व इस प्रतिमा को न्यूयार्क के 'बैडलोए' द्वीप पर स्थापित किया गया। इस द्वीप को अब 'लिबर्टी द्वीप' कहा जाता है। स्वतंत्रता की देवी की इस प्रतिमा को, फ्रांस-वासियों ने अमरीकावासियों को, अमरीकी स्वतंत्रता की 100 वीं वर्ष गांठ पर भेंट स्वरूप दिया था। इस प्रतिमा के बायें हाथ में एक फलक है जिस पर अमरीकी स्वतंत्रता दिवस की तारीख अर्थात 4 जुलाई 1776 अंकित है।

इस प्रतिमा को बनाने में बीस वर्ष लगे। 93 मीटर ऊंची, 15 मीटर की परिधि में लोहे के ढांचे पर, ताम्बे की चादरों से निर्मित इस प्रतिमा का कुल भार 200 टन है। 1865 में फ्रांसीसी साहित्यकार 'एडवर्ड द लावोल्यों' ने विचार रखा था कि अमरीकी आजादी की 100 वीं वर्षगाठं के अवसर पर, क्रांतिकारी युद्ध की मैत्री-संधि की याद में, फ्रांस और अमरीका को मिलकर एक स्मारक बनाना चाहिए। इस सुझाव से प्रेरित होकर फ्रांस के युवा मूर्तिकार 'फ्रेडरीक बारथोल्दी' के मन में धातु की एक ऐसी विशाल मूर्ति बनाने का विचार आया, जिसे खंडों में अमरीका भेजा जा सके, फ्रैंको-अमरीकन यूनियन एक ओर जब फ्रांस की इस भेंट के लिए कोष एकत्र कर रही थी, तब दूसरी

ओर 'बारथोल्दी' एक-एक खंड करके इस प्रतिमा का सृजन कर रहा था।

वैसे तो इस प्रतिमा का मॉडल 1876 में तैयार हो गया था, लेकिन प्रतिमा पर 1884 तक कार्य होता रहा। लोग तब आश्चर्यचकित रह गये जब वह प्रतिमा बारथोल्दी की शिल्पशाला से भी बाहर निकल गयी। इसके अंगों को विशालकाय डब्बों में बंद करके , जहाज से संयुक्त राज्य अमरीका पहुंचाया गया और अंतत: इन्हें जोड़-मिलाकर 28 अक्तूबर 1886 को बाकायदा उद्घाटन किया गया।

'स्वतंत्रता सुंदरी,' जिसे बारथोल्दी अपनी बेटी कहता था, की मशाल में जस्ता मिश्रित शीशे के बने 600 प्रकाश द्वार हैं। इनमें 19 लैम्प्स जलते हैं, जिनसे लगभग 13,000 वाट प्रकाश निकलता है। प्रतिमा तल से दो घुमावदार सीढ़ियाँ मुकुट तक जाती हैं। प्रत्येक जीने में 168 सीढ़ियाँ हैं। दर्शक एक जीने से चढ़ते हैं और दूसरे से उतरते हैं। मुकुट पर बनी 25 खिड़कियों से एक बार में 30 दर्शक खड़े होकर दूर तक का नजारा लेते हैं।

पेरिस में रहने वाले अमरीकियों ने इस भेंट की सराहना की और प्रतीक स्वरूप 9 मीटर ऊंचा इसका एक प्रतिरूप फ्रांस को भेंट किया, पेरिस के एफिल टावर के नजदीक यह प्रतिरूप अब भी स्थापित है, जबकि मूल प्रतिमा न्यूयार्क बंदरगाह पर खड़ी, प्रविष्ट होने वाले जलयानों का स्वागत करती है।